Visit Our Website : natunchithi.co.in

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ২১ আগস্ট, ২০১৮

৪১ বর্ষ ৩৩ সংখ্যা ২০ আগস্ট, ২০১৮, সোমবার, ৩ ভাদ্র, ১৪২৫

স্বাধীনতা দিবসে দেশের ঐক্য ও সংহতি রক্ষার শপথ বামপন্থীদের

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১৫ আগস্ট : ৭২তম স্বাধীনতা দিবসে সম্প্রীতি, সৌহার্দ্য, ঐক্য ও সংহতি রক্ষার শপথ নিলেন বামপন্থীরা। মানববন্ধন কর্মসূচির মধ্যে দিয়ে গোটা রাজ্যেই শপথবাক্য পাঠ, মানব শৃঙ্খল রচনা করে এই কর্মসূচি পালিত হয়েছে। পুর্ব বর্ধমান জেলায় এদিন বেলা ১১টা থেকে ১১টা ১০ মিনিট হাতে হাত মিলিয়ে দেশের সার্বভৌমত্ব, ঐক্য ও সংহতি রক্ষার শপথ নেওয়া হয়।

এদিন বর্ধমান শহরে কার্জনগেটে অনুষ্ঠিত হয় মানববন্ধন কর্মসূচি, হাজারো মানুষ হাতে হাত দিয়ে মানব প্রাচীর রচনা করেন। শপথবাক্য পাঠ করেন পূর্ববর্ধমান জেলা বামফ্রন্টের আহ্বায়ক অমল হালদার। কর্মসূচির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে বক্তব্য রাখেন তিনি। উপস্থিত ছিলেন সিপিআই(এণ)-এর জেলা সম্পাদক অচিন্ত্য মল্লিক সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। কালনা কাটোয়া সহ জেলায় সর্বত্র এই কর্মসূচি পালিত হয়েছে।

গুসকরায় মানববন্ধন ও যুবদের উদ্যোগে একদিনের ফুটবল টুর্ণামেন্টকে ঘিরে সারাদিনব্যাপী ব্যাপক সাড়া ও উন্মাদনায় মেতে উঠলেন শহরের সর্বস্তরের মানুষ। লাইনপাড়ে হাতে হাত ধরে ভারতে বিভেদকামী শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদে শামিল হলেন সমাজের ছোটো বড়ো সব বয়সের মানুষ। এখানে

—এরপর চারের পাতায়

অভিনব উদ্যোগে নির্মিত সেতু উদ্বোধন গ্রামবাসীদের

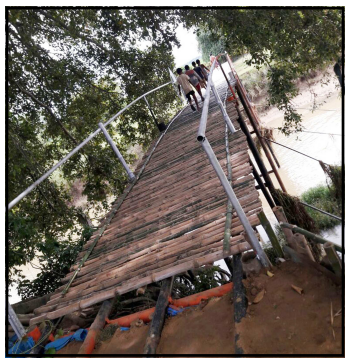

নিজস্ব সংবাদদাতা, মন্তেশ্বর, ১৭ আগস্ট : কোনো নেতা বা মন্ত্রী নন, গ্রামবাসীরা নিজেদের উদ্যোগে নির্মিত সেতু উদ্বোধন করলেন নিজেরাই। সাত লক্ষ টাকা ব্যয়ে লোহার নির্মিত সেতুটির উদ্বোধন করেন একজন গ্রামবাসী কানাই বিশ্বাস। যিনি কিনা মারণরোগ ক্যান্সারে আক্রান্ত মৃত্যুপথযাত্রী। এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এই মানুষটিকে সহযোগিতা করেন তুষার বিশ্বাস, অনুপ বাগ, তাপস বিশ্বাস, দয়াল ঘোষ প্রমুখরা। আশ্চর্য একটি স্বনির্ভর কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয় মন্তেশ্বর থানার মাঝেরগ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত গাবরুপুর গ্রামে। গ্রামবাসীদের দাবি বাঁকা নদীর উপর লোহার পাইপ দিয়ে এই পাকাপোক্ত সেতুটি নির্মাণ করতে ব্যয় হয়েছে সাত লক্ষ টাকা। এক পয়সা বাইরে থেকে আসেনি। এমনকি স্থানীয় পঞ্চায়েতের থেকে কিছু পুরাতান লোহার পাইপ দান করার আবেদন করা হয়েছিল। সেটাও ৪৫ হাজার টাকা দিয়ে কিনে নিতে হয়েছে। দুশো ফুট লম্বা এবং সাত ফুট চওড়া সেতুটি নির্মাণ করতে দুই মাস সময় লেগেছে। প্রতিদিন কুড়িটি করে শ্রমিক কাজ করেছে। পঞ্চায়েতের কাছে আবেদন করা হয়েছিল ১০০ দিনের প্রকল্পে শ্রমিকের মজুরিটুকু দেওয়ার। কিন্তু সে আবেদনেও পঞ্চায়েত সাড়া দেয়নি বলে গ্রামবাসীরা জানান। তাই বাইরের কোনো অতিথিকে উদ্বোধনে আমন্ত্রণ

—এরপর চারের পাতায়

পূর্বস্থলীতে চাষিদের আলোচনাসভা

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্বস্থলী, ১৬ আগস্ট : উৎপাদিত ফসলের সহায়ক মূল্য, অতি বর্ষণে চাষের ক্ষতিপূরণ, মরশুমি ফসলের জন্য ঋণদান, বকেয়া ঋণ মুকুবের দাবি তুললেন পূর্বস্থলী ২নং ব্লকের অন্তর্গত কালেখাঁতলা ২নং গ্রাম পঞ্চায়েতের তেলিনওপাড়া জনকল্যাণ সেবা সমবায় সমিতির উদ্যোগে এক আলোচনাসভায় স্থানীয় চাষিরা। তেলিনওপাড়া বন্ধু মঙ্গল পাঠাগারে অনুষ্ঠিত আলোচনাসভায় এলাকার সব্জিচাষি ক্ষুদিরাম ভৌমিক বলেন, তিনবিঘা জমিতে সবজি চাষ করেছি, দেশি পেঁপের চাহিদা রয়েছে, সব চাষি এখানে সবজি চাষ করে। ভালো বাজার পেতে হলে সমবায়কে আরো উদ্যোগী হতে হবে, মরশুমি চাষে লোকসান হয়, অতি বর্ষণে গাছের চারা নষ্ট হবার ভয় থাকে। বেশি, ঠিক সময়ে সমবায় ঋণ দানের ব্যবস্থা হলে চাষে লাভ চাষিরা পেতে পারে। এর জন্য সমবায়কে চাষিদের সহজ শর্তে ঋণ দান করতে হবে। পাশাপাশি ফসল বিমায় ক্ষতিগ্রস্ত চাষিদের ক্ষতিপূরণ ঠিক সময় না পেলে চাষিরা চাষে উৎসাহ হারাবে। আলোচনাসভায় বক্তব্য রাখেন নাবার্ড আধিকারিক সুদীপ্ত যশ, সমিতির শিক্ষাসেলের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক (কাটোয়া) দ্বীপেন্দ্র সাঁতরা। আলোচনা সভার উদ্বোধন করেন তেলিনওপাড়া জনকল্যাণ সেবা সমিতির সম্পাদক মানিক দেবনাথ, সভাপতিত্ব করেন সমিতির স্থায়ী সভাপতি গৌরাঙ্গ দেবনাথ। সুদীপ্ত যশ জৈব সার, নদী সেচ এবং পুকুরের জল বেশি করে ব্যবহার করার এবং রাসায়নিক সারের বদলে জৈব সার ব্যবহার করার পরামর্শ দেন। ৯০ জন কৃষক আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

কেরলের বন্যাদুর্গতদের পাশে পশ্চিমবঙ্গ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১৯ আগস্ট : কেরলের বন্যাদুর্গত মানুষের জন্য অর্থ সংগ্রহে নামেন সিপিআই(এম) কালনা শহর এরিয়া কমিটির কমীরা। বন্যা-দুর্গতদের পাশে দাঁড়ান—এই আহ্বান জানিয়ে কালনা শহরের চকবাজারের মানুষের কাছে যান তাঁরা। এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রত্যেকেই কমবেশি অর্থ দান করেন। এদিন চকবাজারেই অর্থ সংগ্রহ হয় চার হাজার দুশো বাইশ টাকা। এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন স্বপন ব্যানার্জী, অরুণাভ চক্রবর্তী, স্বপন আইচ, তাপস দাস, আলোক রায় প্রমুখ। অর্থ সংগ্রহ চলবে এক সপ্তাহ ব্যাপী।

কাজ বন্ধ রেখে সুপারকে ঘিরে বিক্ষোভ স্বাস্থ্যকর্মীদের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১৮ আগস্ট : এক এক এলাকার দাদার মদ্যপ ভাইয়েরা এসে ঢোক-ঢোলের মতো স্বাস্থ্যকর্মীদের পিটিয়ে চলে যাবেন। আর সুপার তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নিয়ে শুধুই দায়িত্ববোধের উপদেশ দেবেন, এটা মানা যাবে না। আক্রমণের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা না নেওয়া পর্যন্ত হাসপাতালে কোনো কাজ হবে না। এই দাবি তুলে কালনা মহকুমা হাসপাতালের স্বাস্থ্যকর্মীরা কাজ বন্ধ রেখে সুপারের অফিসের সামনে দীর্ঘক্ষণ বিক্ষোভ চালান। সুপার এদিন হাসপাতালে উপস্থিত না থাকায় সহকারী সুপার গৌতম বিশ্বাস ক্ষুব্ধ স্বাস্থ্যকর্মীদের সাথে আলোচনায় বসেন। শেষে আক্রমণের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সুপারের উপস্থিতিতে সোমবার আর একটি আলোচনা সভা হবে। দুই পক্ষই এই সিদ্ধান্ত মেনে নিয়ে স্বাস্থ্যকর্মীরা হাসপাতালের কাজ শুরু করেন। কালনা হাসপাতালের সিকিউরিটি গার্ডদের অন্যতম অভিজিৎ নন্দী জানান, ১৭ আগস্ট রাত্রে মহিলা ওয়ার্ডের গেটে অমরেশ বৈরাগ্য কর্মরত ছিলেন। রাত্রি ৮টা ১৫ মিনিট নাগাদ একসাথে ছজন ভিজিটর গেট ঠেলে এক সাথে লেবার রুমে প্রবেশ করার চেষ্টা করেন। বাধা দিলে হুমকি দেয়—আমি ওই দাদার লোক। বেশি ডিউটি দেখিয়েছো তো ফল ভালো হবে না। আমরেশ ওই হুমকি অগ্রাহ্য করতেই বেদম মার। রক্তাক্ত অবস্থায় অমরেশ মেঝেতে লুটিয়ে পড়ে। অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীরা ছুটে এসে তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করে দেয়। সেখানেই তার চিকিৎসা চলছে। আজ তার সিটিস্ক্যান ও চোখের

—এরপর চারের পাতায়

প্রশ্ন করো কেন ?

নিজস্ব সংবাদদাতা, ২০ আগস্ট : আজ জাতীয় বিজ্ঞানমনস্কতা দিবস। যুক্তিবাদ ও বিজ্ঞানচর্চাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সারা দেশে এই দিনটিকে বেছে নিয়েছে ৩৮টি বিজ্ঞান সংগঠন। এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের বিজ্ঞান মঞ্চ সহ যুক্তিবাদী ১৪টি সংগঠন আছে।

২০১৩ সাল ২০ আগস্ট। মহারাষ্ট্রের পুনে শহরে প্রকাশ্য দিবালোকে মাত্র দুজন দুষ্কৃতী (ধর্মান্ধ) গুলি করে খুন করে ড. নরেন্দ্র অচ্যুত দাভোলকারকে। যিনি সারাজীবন অন্ধ বিশ্বাস ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছেন। জ্যোতিষী ও সাধুবাদের বিরুদ্ধে এবং ধর্মের নামে গোঁড়ামির বিরুদ্ধে আপোষহীন যোদ্ধা। দেশে এমন একটি সরকার চলছে যারা মানুষকে ধর্মীয় ভাবাবেগে উসকে দিয়ে যুক্তিবোধকে গুলিয়ে দিতে চাইছে। জাগ্রত করছে কুসংস্কারকে। আঘাতপ্রাপ্ত হচ্ছে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য। এরই বিরুদ্ধে মুম্বাই শহরে জনমত সংগঠিত করেন বিজ্ঞানী দাভোলকার। এখানেই থেমে থাকেনি ভারতের শাসকগোষ্ঠীর মদতপুষ্ট ধর্মান্ধরা। খুন করে গোবিন্দ পানসার, এম.এম. কালবুর্গিকে। এই উগ্রবাদীরা খুন করে গৌরী লঙ্কেশকে। সবটাই পরিকল্পিত খুন। সমাজে অন্ধ কুসংস্কার ছড়িয়ে দিয়ে দেশের বিজ্ঞানের অগ্রগতিকে থামিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলছে। জ্বলন্ত সমস্যাকে গুলিয়ে দিতে ধর্মের নামে উগ্রতাবাদকে প্রশ্রয় দেওয়া হচ্ছে। জাতীয় প্রচারমাধ্যমে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে ধর্মের মোড়কে মানুষের মনকে যুক্তিবোধ থেকে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। স্কুল, কলেজ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও ধর্মীয় উন্মাদনা ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। এর বিরুদ্ধে চেতনা গড়ে তুলতেই জাতীয় বিজ্ঞান দিবস পালনের ডাক দিয়েছে বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সংগঠনগুলি। বেছে নেওয়া হয়েছে ২০ আগস্ট। এই দিনই খুন হন দাভোলকর। রাজ্যে শাসকও পাল্টা ভাবাবেগকে কাজে লাগাতে মানুষকে সুড়সুড়ি

—এরপর চারের পাতায়

মননশীল প্রবন্ধ, গল্প, কবিতায় সমৃদ্ধ

নতুন চিঠি

শারদ সংখ্যা-২০১৮

প্রকাশিত হচ্ছে অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে।

প্রতি বছরের ন্যায় এবারের শারদ সংখ্যা সমৃদ্ধ হচ্ছে সমাজের বিভিন্ন স্তরে প্রতিষ্ঠিত লেখক কবির পাশাপাশি নবীন প্রতিভাবান লেখক-কবিদের রচনায়।

আমাদের mail id :
weeklynatunchithi@gmail.co,
dinesh.jha09@gmail.com

নতুন চিঠি

২০ আগস্ট, ২০১৮

স্বাধীনতা দিবসের ভাবনা

ভারতের বর্তমান মোদি সরকার বেসরকারিকরণের প্রক্রিয়াকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এক চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে চলেছে। জাতীয় সম্পত্তি বিক্রি করে টাকা তোলা হচ্ছে, কিন্তু ধারাবাহিকভাবে জনকল্যাণমুখী প্রকল্পে ব্যয় কমিয়ে আনা হচ্ছে। গরিব মানুষের জন্য ভরতুকি তুলে দেওয়া হচ্ছে। কৃষকেরা ফসলের দাম পাচ্ছেন না, শ্রমিকরা কাজ হারাচ্ছেন, চাকরির সুযোগ কমছে, বেকারের সংখ্যা লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে, হতাশায় আত্মহননের ঘটনা ঘটেই চলেছে। লক্ষ লক্ষ আদিবাসী উচ্ছেদ করে বনাঞ্চল ধ্বংস করা হচ্ছে। শিক্ষা ও গবেষণার জন্য ব্যয়বরাদ্দ ক্রমশই হ্রাস পাচ্ছে, সাধারণ মানুষের শিক্ষার অধিকার বিপন্ন। সরকারি চিকিৎসাব্যবস্থার ক্রমাবনতি ও ক্রমপ্রসরমান বেসরকারি চিকিৎসার বিপুল বিক্রমে স্বাস্থ্যক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে অসহায় মানুষকে নির্বিশেষে লুঠ করার মৃগয়াক্ষেত্রে, সুষ্ঠু চিকিৎসা ক্রমশই সাধারণ মানুষের আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে, জনস্বাস্থ্যের অবস্থা করুণ থেকে করুণতর হয়ে উঠছে। সাধারণ মানুষের সমস্তরকম সুযোগ-সুবিধা নাকচ করে, অধিকারকে নস্যাৎ করে, নয়া উদারনীতিবাদের সর্বগ্রাসী প্রয়োগে জনগণের সর্বনাশ সাধন করে তাদের কাছে 'আচ্ছে দিন'-এর ভণ্ড প্রতিশ্রুতি কার্যত বড়লোকদের আচ্ছে দিনকেই সুনিশ্চিত করে চলেছে। বিত্তবান আরও বিত্তবান হচ্ছে। নোট বাতিলের নাটক বিয়োগান্তক হয়েছে। অন্যদিকে সাধারণ খেটে-খাওয়া মানুষকে পেটে-ভাতে মেরে উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে ধর্ম-সম্প্রদায়-জাতপাতের বিভাজন ও মেরুকরণ এবং পারস্পরিক বিদ্বেষ ও সংঘাতের মানসিক উন্মত্ততায়।

উদারনীতিবাদের কাছে আত্মসমর্পণের এই নীতি কোন পর্যায়ে পৌঁছালে লালকেল্লার মতো জাতীয় ঐতিহ্যবাহী একটি ঐতিহাসিক সৌধকে দেখ-ভালের নামে একটি কর্পোরেট সংস্থার হাতে তুলে দেওয়া যায়, মোদি-সরকার তা-ও প্রমাণ করে দেখিয়েছেন। কোনো রাজনৈতিক দলের আপত্তিকেই মোদিজি পাত্তা দেননি। সেখানেই তিনি এবার উত্তোলন করেছেন স্বাধীনতার পতাকা এবং প্রদান করেছেন তাঁর মহামূল্য ভাষণ ও চমকপ্রদ বহু প্রতিশ্রুতি। তিনি জানালেন ২০২২ সালের মধ্যে মহাকাশে উত্থিত হবে মনুষ্যবাহী মহাকাশযান। যদি সত্য নয়, তা হলে অবশ্যই তা ভারতের মহাকাশ গবেষণার গৌরব। কিন্তু সাধারণ মানুষের স্বার্থকে মহাতলে নিক্ষেপ করার দায় কি তাতে ঘুচবে?

এবিটিএ-র সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা মেমারিতে

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি ১৯ আগস্ট : এ.বি.টি.এ-র মেমারি-১ জোনাল কমিটির উদ্যোগে রবিবার মেমারির বাজারে জোনাল স্তরে বিদ্যালয়ের ছাত্র/ছাত্রীদের নিয়ে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা হয়। ছাত্র/ছাত্রী, শিক্ষক, শিক্ষিকা, অভিভাবক নিয়ে প্রায় পাঁচ শতাধিক জন উপস্থিত হয়েছিলেন। সকাল ১০টায় ৩১টা বিভাগে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতা শুরুর আগে এবিটিএ-র জেলা নেতৃত্ব শশধর মিস্ত্রি ও জোনাল সভাপতি অমিতাভ চৌধুরী বক্তব্য রাখেন। উপস্থিত ছিলেন জোনাল সম্পাদক সৌমিত্র ব্যানার্জী। প্রতিযোগিতার শেষে ৩১ বিভাগের প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় স্থানাধিকারীদের পুরস্কৃত করা হয়।

মুদ্রণ প্রমাদ

নতুন চিঠি ৪১ বর্ষ ৩২ সংখ্যা ১৩ আগস্ট প্রকাশিত প্রয়াত দিলীপ দুবে শীর্ষক সংবাদে অনিচ্ছাকৃত একটি মুদ্রণপ্রমাদ থেকে গেছে। ১৯৬৯ সালে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক থাকাকালীন ছাত্র পরিষদের দুষ্কৃতীদের হাতে আক্রান্ত হন তিনি। তাঁকে মৃত ভেবে লহরের জলে ফেলে গিয়েছিল গুণ্ডারা। অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য দুঃখিত।

এক ডজন প্রশ্ন

১. 'স্বাধীনতাহীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে/ কে বাঁচিতে চায়?' কবিতাটি কে রচনা করেন?
২. 'কদম কদম বঢ়ায়ে যা; খুশি কে গীত গায়ে যা'—এই গানটি কে রচনা করেন? তিনি কে ছিলেন?
৩. 'সারে জহাঁ সে আচ্ছা হিন্দুস্তাঁ হামারা'—এই গানটি কে রচনা করেন? কবে রচনা করেন?
৪. ভারতের জাতীয় পতাকাটি চূড়ান্তরূপ পায় কবে? কারা রূপ দেন?
৫. পতাকা তৈরির গণপরিষদ কমিটিতে কে কে ছিলেন?
৬. এ বছর বিশ্বসেরা শহরের মর্যাদা কোন শহর পায়? এর আগে কোন্ শহর ছিল?
৭. পশ্চিমবঙ্গে ফুটবলপ্রেমী দিবস কবে পালিত হয়? কেন?
৮. নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু কোথায় কবে নিহত হয়েছেন বলে জাপান সরকার প্রচার করে?
৯. ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট ভারত স্বাধীন হলেও মুর্শিদাবাদ জেলা কবে ভারত-ভুক্ত হয়?
১০. ভারতের তাজমহলের ন্যায় ছোট আকৃতির তাজমহল কোথায় কবে তৈরি হয়?
১১. কোথায় কে কবে ম্যালেরিয়ার জীবাণু আবিষ্কার করেন?
১২. বিজ্ঞানী স্যার রোনাল্ড রসকে কবে চিকিৎসা শাস্ত্রে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছিল?

(উত্তর শেষের পাতায়)

ভাগীরথীর ভাঙনে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলি ক্ষতিপূরণের টাকা পেল না

দ্বারকানাথ দাস : ভাগীরথীর ভাঙনে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলি সরকারি ক্ষতিপূরণের টাকা পেলেন না, টাকা পেলেন যাদের ঘরবাড়ি ভাঙনে ভাঙেনি। ক্ষোভে পূর্বস্থলীর তামাঘাট গ্রামে রাজনীতির রঙ দেখে ক্ষতিপূরণের টাকা পেলেন এমনি অভিযোগ গ্রামবাসীদের। গত বছর বর্ষায় পূর্বস্থলী ২নং ব্লকের অন্তর্গত মাজিদা গ্রাম পঞ্চায়েতের তামাঘাটা পশ্চিম কুণ্ডুপাড়া, মাঝেরপাড়া ৩৯টি পাকা কাঁচা বাড়ি ভাগারথীর ভয়াবহ ভাঙনে সম্পূর্ণ নদীগর্ভে তলিয়ে যায়। পরিদর্শনে আসেন কালনা মহকুমা শাসক, জেলা ও মহকুমা সেচদপ্তরের আধিকারিক পূর্বস্থলী ২নং ব্লকের বিডিও। সরেজমিনে তদন্তে দেখেন ভয়াবহ অবস্থা, ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলি অসহায় খোলা আকাশের নীচে রয়েছেন। ব্লকের অফিস থেকে একটি করে ত্রিপল, ৩৫ কেজি করে চাল দেওয়া হয়। ব্লকের প্রশাসন জানান, ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে রাজ্য সরকারের গীতাঞ্জলি প্রকল্পের মাধ্যমে পুনর্বাসনের জন্য একটি করে ঘর দেওয়া হবে। বছর ঘুরলেও তাদের ক্ষতিপূরণ বা সাহায্য মেলেনি। সম্প্রতি মাজিদা তামাঘাটা পশ্চিম ও মধ্য কুণ্ডুপাড়া গ্রামবাসীরা অভিযোগ করেন ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে পূর্বস্থলী ২নং ব্লকের মাধ্যমে রাজ্য সরকারের গীতাঞ্জলি প্রকল্পের মাধ্যমে গৃহ নির্মাণের জন্য প্রথম কিস্তিতে ৭০ হাজার টাকা করে দেওয়া হয়েছে, যাদের বাড়ি ভাঙনে নদীর পার থেকে একশো-দেড়শো মিটার দূরে তারা ক্ষতিপূরণের টাকা পেয়েছে শুধু শাসকদল করে বলে। আর যাদের ঘরবাড়ি, সম্পত্তি সব নদীগর্ভে তলিয়ে গেল তারা অসহায়ের মতো কোনো ক্ষতিপূরণের সারকারি টাকা পেল না। তামাঘাটা পশ্চিম পাড়ার বাসিন্দা বাসুদেব সরকার, বানেশ্বর সরকার, একই কোঠা বাড়িতে সপরিবারে বাস করতেন। বিডিও দেখে গেলে স্থানীয় বিধায়ক প্রদীপ কুমার সাহার উদ্যোগে ত্রিপল, জামা কাপড়, কিছু চাল দেওয়া হয়। তারপর এক বছর চলে গেছে কোনো সাহায্য মেলেনি। বললেন বুসুদেব সরকার, বাসুদেব কুণ্ডু। সারা বছর ভাঙন লেগে থাকছে। রাস্তা, স্কুল, বাড়ি, জমি বসতবাড়ি ভাগারথীর গ্রাসে। কুণ্ডুপাড়ার অস্তিত্ব বিপন্ন। এখানে সেচ দপ্তরের অবৈজ্ঞানিক কাজের জন্য ১৪টি বাড়ি তলিয়ে গেছে। আগে সেচ দপ্তর শাল বোল্ডার খুঁটি নদীতে পোতা হতো তারপর নদীর গভীরে বাঁশের খাঁচায় বোল্ডার ফেলে ভাঙন রোধের ব্যবস্থা করা হতো। এখন শুধু চরের বালি কেটে নাইলনের বস্তায় ভরে নাইলনের জাল দিয়ে নদীর পাড়ে ফেলা হচ্ছে। সেই বালির বস্তা মাস ছয়েকের মধ্যে ফের আবার নদীজলে মিশে যাচ্ছে, কোনো কাজ হচ্ছে না। আমরা বার বার বিডিও অফিস থেকে সেচ দপ্তরে জানিয়েছি। ইঞ্জিনিয়াররা এসে দেখে গেছেন। আশ্বাস দিয়ে গেছেন। তবুও আতঙ্কে রাত কাটাতে হচ্ছে। গ্রামবাসীরা অভিযোগ করে বলেন, তামাঘাটা পশ্চিমপাড়ার বাসিন্দা ভবানন্দ কীর্তনীয়া ও কার্তিক

—এরপর তিনের পাতায়

১৮তম এশিয়ান গেমসে

ভারতের ৫৪১ জন ক্রীড়াবিদ

আব্দুস সবুর

১৯৫১ সালে দিল্লিতে প্রথম এশিয়ান গেমসে ভারতীয় ক্রীড়াবিদরা ১৫টি সোনার পদক জয় করেছিলেন। দ্বিতীয় স্থান পেয়েছিল ভারতীয় দল। মাঝে আরও ১৬টি এশিয়ান গেমস অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে। ভারতীয় ক্রীড়াবিদরা সেই সোনা জয়ের রেকর্ড আর স্পর্শ করতে পারেনি। উঠে আসতেও পারেনি দ্বিতীয় বা প্রথম স্থানে। ১৯৮২ সালে দেশের মাটিতে হওয়া এশিয়ান গেমসেও ভারতীয় দল প্রত্যাশিত ফল করতে পারেনি। শেষ করেছিল পঞ্চম স্থানে। ২০১৪ সালে দক্ষিণ কোরিয়ার ইঞ্চিয়নে হয়ে যাওয়া শেষ এশিয়ান গেমসে ভারতীয় দল পেয়েছিল অষ্টম স্থান। এবার জাকার্তায়, কী হবে? এই প্রশ্নই এখন ভারতীয় ক্রীড়ামহলে।

প্রতিটি আন্তর্জাতিক আসরে ভারতীয় ক্রীড়াবিদরা যখন ব্যর্থ হয়ে দেশে ফিরে আসেন, তখন নানাদিক থেকে শুরু হয় সমালোচনা, আলোচনা। কেন্দ্রীয় সরকারও তখন নানা গালভরা প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্রীড়াবিদদের ক্রীড়ার মান উন্নয়নের কর্মসূচি ঘোষণা করেন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তার বাস্তবায়ন ঘটে না। ২০১০ সালে চিনের গুয়াজো এশিয়ান গেমসে ভারতীয় দল পেয়েছিল ১৪টি সোনার পদক। তারপর ২০১৪ সালে দক্ষিণ কোরিয়ার ইঞ্চিয়নে তা নেমে এল ১১ স্বর্ণপদকে। এবার ক'টা সোনা পাবে ভারতীয় ক্রীড়াবিদরা, সেই প্রশ্নের উত্তর মিলবে ২ সেপ্টেম্বর। সেই দিনই শেষ হচ্ছে ১৮তম এশিয়ান গেমসের আসর।

এবারের এশিয়ান গেমসে ইন্ডিয়ান ওলিম্পিক এ্যাসোসিয়েশন বেশ বড়ো দল পাঠাচ্ছে। ৩৪টি ইভেন্টে ৫৪১ জন ভারতীয় ক্রীড়াবিদ পদক জয়ের যুদ্ধে নামবে। এই পদকের জন্য বেশ কিছু ইভেন্ট ভারতীয় ক্রীড়াপ্রেমীদের নজরে থাকবে। জিমন্যাস্টিক্স-এ গতবার ত্রিপুরার দীপা কর্মকার সোনার মেয়ে। তাছাড়াও শ্যুটিং, তীরন্দাজি, ব্যাডমিন্টন, টেনিস, হকি, কবাডি, ওয়েট লিফটিং, কুস্তি, বক্সিং। এইবারের গেমসে ভারতীয় ফুটবল দলের অংশগ্রহণ হচ্ছে না। কারণ ইন্ডিয়ান ওলিম্পিক এ্যাসোসিয়েশন এবং ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের জন্য ভারতীয় ফুটবলারদের এশিয়ান গেমসে খেলা হল না। এজন্য অবশ্য কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রকও অনেকাংশে দায়ী। এশিয়ান গেমসের জন্য ভারতীয় ফুটবল দলকে অংশগ্রহণের ছাড়পত্র দিতে দেরি করে তারা। সঠিক সময়ে ভারতীয় ফুটবল দলের এন্ট্রিই পাঠাতে পারেনি ইন্ডিয়ান ওলিম্পিক এ্যাসোসিয়েশন। তার জন্য হতাশ ভারতীয় ফুটবলাররা। মোদি সরকার দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবার ফানুস ওড়াচ্ছে। বলছে অগ্রগতি ও বিকাশে দেশ এগিয়ে গেছে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, সামান্য একটা ফুটবল টিম করতে পারল না ক্রীড়ামন্ত্রী ও ক্রীড়ামন্ত্রক।

বক্সিংয়ে ভারতীয় দল তিন বক্সারের দিকে তাকিয়ে। ৬০ কেজি বিভাগে শিভ থাপা, ৬৯ কেজি বিভাগে মনোজ কুমার এবং ৭৫ কেজি বিভাগে বিকাশ কৃষানের দিকে। ওয়েট লিফটিংয়ে সেই চালু এবার ভারতের সোনা জয়ের দাবিদার। মহিলাদের ৪৮ কেজি বিভাগে তিনি নামবেন। ব্যাটমিন্টনে সাইনা নেহেওয়াল, পি ভি সিন্ধু এবং শ্রীকান্ত রয়েছেন দারুণ ফর্মে। শেষ ওলিম্পিকে পদক জিতেছিলেন সিন্ধু।

শ্যুটিংয়ে ভারতের হেনা সিধু পিছিয়ে নেই, সঞ্জিত রাজপুত রয়েছেন দারুণ ফর্মে। এই বিভাগে ভারতের পদ জয়ের জন্য তীব্র লড়াই হবে চিন ও দক্ষিণ কোরিয়ার শ্যুটারদের সাথে।

অ্যাথলেট হিমা দাস নামছেন ব্যক্তিগত ২০০ ও ৪০০ মিটারে। তাছাড়াও নামবেন রিলেতে। হিমা দাসের দিকে নজর থাকবে গোটা এশিয়ায়।

ডিসকাস, ৮০০ মিটার এবং দূরপাল্লার দৌড়ে ভারতীয় অ্যাথলিটরা দাপট দেখাতে পারবেন বলে আশা করা যাচ্ছে। ১২০ কোটি মানুষের প্রত্যাশা নিয়ে ভারতীয় ৫৪১ জন অ্যাথলেট জাকার্তা গেছেন। এখন দেখার অতীতের সব রেকর্ড ভেঙে নতুন ইতিহাস তাঁরা রচনা করতে পারে কি না।

এশিয়ান গেমসে ভারতের পদক তালিকা

গেমস	কোথায়	স্থান	সোনা	রূপা	ব্রোঞ্জ	মোট
১৯৫১	দিল্লি	দ্বিতীয়	১৫	১৬	২০	৫১
১৯৫৪	মানিলা	পঞ্চম	৪	৪	৫	১৩
১৯৫৮	টোকিও	সপ্তম	৫	৪	৫	১৪
১৯৬২	জাকার্তা	তৃতীয়	১২	১৩	২৭	৫২
১৯৬৬	ব্যাঙ্কক	পঞ্চম	৭	৩	১১	২১
১৯৭০	ব্যাঙ্কক	পঞ্চম	৬	৯	১০	২৫
১৯৭৪	তেহরান	সপ্তম	৪	১২	১২	২৮
১৯৭৮	ব্যাঙ্কক	ষষ্ঠ	১১	১১	৬	২৮
১৯৮২	দিল্লি	পঞ্চম	১৩	১৯	২৫	৫৭
১৯৮৬	সিওল	পঞ্চম	৫	৯	২৩	৩৭
১৯৯০	বেজিং	একাদশ	১	৮	১৪	২৩
১৯৯৪	হিরোশিমা	অষ্টম	৪	৩	১৫	২২
১৯৯৮	ব্যাঙ্কক	নবম	৭	১১	১৭	৩৫
২০০২	বুসান	অষ্টম	১০	১২	১৩	৩৫
২০০৬	দোহা	অষ্টম	১০	১৭	২৬	৫৩
২০১০	গুয়াজো	ষষ্ঠ	১৪	১৭	৩৪	৬৫
২০১৪	ইঞ্চিয়ান	অষ্টম	১১	১০	৩৬	৫৭

হরেকৃষ্ণ কোঙার স্মরণে

গৌতম চট্টোপাধ্যায়

স্মৃতি খুব একটা প্রবঞ্চনা না করলে বলতে পারি ১৯৬২ সালে অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টি তখন পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনে উদীয়মান শক্তি। দিকে দিকে শ্লোগান উঠছে—"ভোট দেবেন কিসে/কাস্তে ধানের শীষে।"

দক্ষিণেশ্বর মিলিটারি ব্যারাকে এক লড়াকু, পূর্ববঙ্গ থেকে বাস্তুচ্যুত, অকারণ জেল খাটা, জেলে পড়াশুনো করে আরও ঋদ্ধ হয়ে ওঠা, যাটোর্ধ যামিনীকান্ত খবরের কাগজে পোস্টার লিখছেন আর দেয়ালে দেয়ালে আটার তৈরি আঠা দিয়ে সেগুলো সেঁটে দিচ্ছেন মানুষের লড়াইকে জয়যুক্ত করার লক্ষ্যে। কাজেই তাঁর ১২ বছরের নাতি তাঁর মতো জনসভায় ভলান্টিয়ারের দলে নাম লেখাবে এ আর এমনকি! সে যে তার দাদুর ভীষণ ভক্ত। সেবার কামারহাটি বিধানসভা কেন্দ্রে প্রার্থী মহম্মদ ইসমাইল এবং ব্যারাকপুর লোকসভা কেন্দ্রে রেণু চক্রবর্তী। জনসভার জায়গাটি ছিল ৩৪ নং সরকারি বাস দাঁড়ানোর মাঠে। কিন্তু বিভিন্ন কারখানায় কাজ করেন এমন শ্রমিক আর মাঠে চাষ-বাসে রপ্ত কৃষকদের এমন ভিড় যে তাদের স্থান-সংকুলান হচ্ছে না।

মূল বক্তা হরেকৃষ্ণ কোঙার। দাদুর কাছে শুনেছিলাম ইনি 'ভারতের কৃষি সমস্যা ও তার প্রতিকারের পথ' সম্বন্ধে অসাধারণ জ্ঞানসম্পন্ন এক পণ্ডিত ব্যাক্তি। সেই বিশৃঙ্খল জন-সমাবেশ তাঁর প্রবেশের সাথে সাথে সুশৃঙ্খল ও শান্ত হয়ে গেল। চোখে মোটা কালো ফ্রেমের চশমা। সাদা ধুতি ও পাঞ্জাবি পরা মানুষটি ঠিক যেন আমাদের স্কুলের হেডমাস্টার দুলাল ঘোষালের মতো দেখতে। মাখনদার দোকান থেকে কালো কেটলি থেকে মাটির ভাঁড়ে চা ঢেলে দিলাম। পরম যত্নে, স্মিত হাস্যে তিনি তা গ্রহণ করলেন। তাহলে যতটা গুরুগম্ভীর দেখায় সেটা তার বহিরঙ্গ?

পরে বড় হয়ে ওনার সম্বন্ধে জানার অগ্রহে যেটি আমাকে সবচেয়ে বেশি মুগ্ধ করে তা হল হরেকৃষ্ণ কোঙার নবম শ্রেণিতে পড়ার সময় স্বাধীনতা সংগ্রামের 'আইন অমান্য' আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে ৬ মাস কারারুদ্ধ ছিলেন। আর আমি যখন তাঁকে চা দিচ্ছি তখন আমি সপ্তম শ্রেণিতে। তাঁর হাসিটুকু আমার জীবনে অমূল্য উপহার যা আজো অমলিন।

ভারতী বালিকা বিদ্যালয় থেকে আনা একখানা টেবিল আর খানকয়েক চেয়ারে অত্যন্ত সাদামাটা মঞ্চ। একখানা ২০০ পাওয়ারের বাল্ব আর একখানা মাইক।

তিনি বক্তৃতা করতে উঠলেন এবং মুহূর্তে 'বাঘের পিঠে উঠে বাঘের দু'কান ধরে' সমবেত জনতার মনোযোগ আকর্ষণ করে নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নিলেন—

"সমবেত শ্রমিক-কৃষক বন্ধুগণ, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি মানুষের অধিকার রক্ষার আন্দোলনে যে সংগ্রামের পথে এগিয়ে চলেছে, যে লড়াই ক্ষীণশ্রোতা ঝর্ণা থেকে ক্রমশ এক বেগবান স্রোতস্বিনী জলরাশির মতো অচলায়তনের বুকে আঘাত করতে আজ উদ্যত, সেই লড়াইয়ে আপনাদের মতো আমিও একজন সৈনিক। আমি বক্তৃতা করবো না, আপনাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, যা আপনারা জীবন দিয়ে শিখেছেন এবং প্রতিদিন শিখছেন, সেগুলি আমার কাছে শিক্ষার বস্তু।

"আমরা জানি, যে সমাজ পরিবর্তনের কথা আমরা ভাবি, স্বপ্ন দেখি, তা এই সংসদীয় নির্বাচন ব্যবস্থার মধ্যে থেকে সম্ভব নয়। তবুও নির্বাচন আমাদের সমবেত হবার, সংহত হবার এবং আমাদের কর্মসূচি আলাপ-আলোচনার, আমাদের মতামত ব্যক্ত করার সুযোগ এনে দেয়। তাই প্রতিটি নির্বাচন আমাদের কাছে এক রাজনৈতিক সংগ্রাম। নির্বাচনকে কেন্দ্র করে আমরা যে সভা-সমাবেশ করি সেখানে আমরা আমাদের মতাদর্শ প্রচারের সুযোগ পাই, মানুষের সাথে আমাদের মতামত বিনিময়ের একটা মঞ্চ গড়ে ওঠে। এর ফলে আমরা সংহত হই, আরো বেশি বেশি খেটে খাওয়া মানুষকে আমাদের শিবিরে যোগ দিতে উৎসাহিত করার একটা সুযোগ আমাদের সামনে

উপস্থিত হয়। আমাদের মতাদর্শ যেহেতু খেটে-খাওয়া মানুষের স্বার্থে এবং তাদের অধিকার রক্ষার স্বপক্ষে, সেহেতু মত বিনিময়ের ফলে মানুষ তাদের দুরবস্থার মূল কারণই অনুধাবন করতে শেখেন। তাঁরা তাঁদের অভিজ্ঞতাকে সম্বল করে আমাদের মিছিলে সামিল হয়ে আমাদের শক্তি বাড়িয়ে তোলেন।

"আমি সবিনয়ে বলতে চাই, প্রকৃতি আমাদের বেঁচে থাকার উপকরণ অকৃপণভাবে দেওয়া সত্ত্বেও আমরা কেন দু'বেলা দু'মুঠো খেতে পাই না, তা আপনারা জানেন। লুঠেরারা যুগে যুগে আমাদের মুখের গ্রাস কেড়ে সম্পদ স্তূপীকৃত করে জমা করেছে নিজেদের ভাণ্ডারে। সম্পদের সমবন্টনে বাধা দিয়ে সামাজিক অন্যায় আর অসাম্য সৃষ্টি করেছে। ইতিহাসই তো বলছে শক-হুণ-মোগল-পাঠান-ইংরেজ-কংগ্রেস একই ধারা। রাষ্ট্র শাসনের নামে শোষণ। আইন-কানুন তৈরি করছে মানুষকে নির্যাতন করার উদ্দেশ্যে। অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে শাসকদের উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য—পাইক, বরকন্দাজ, লেঠেল, পুলিশ, মিলিটারি কী নেই। মানুষ কঠোর পরিশ্রমে সোনার ধান ফলাবে, আর সেই ফসল উঠবে গিয়ে ক্ষমতাবানের শস্যভাণ্ডারে। দয়া ঘেন্না করে যেটুকু ভিক্ষা দেয় কৃষককে, তাতে পেট ভরে না, পরণের ত্যানা জোটে না, মাথায় তেল ওঠে না। আর জমিদার-জোতদারের তেলা মাথা আরও তেল চকচক করে। এইভাবে চাষিকে বঞ্চনা করে যে ফসল উদ্বৃত্ত হয় তা হাতবদল হয়ে টাকায় পরিণত হয়। এই টাকা ব্যবহার হয় কলকারখানা তৈরি করতে আর কাঁচামাল কিনতে। এই হল শিল্প-কল-কারখানা তৈরির গোড়ার কথা।

"কৃষিক্ষেত্রে চরম শোষণের শিকার হয়ে দলে দলে চাষি তাদের ভিটেমাটি ছেড়ে, আর একটু ভালো থাকার তাগিদে, জমিদার-জোতদারের হাত থেকে বাঁচতে, গ্রাম ছেড়ে শহরমুখো হয়। কৃষিক্ষেত্রে বঞ্চনা যত বাড়ে, তত বেশি মানুষ বিকল্প পেশার খোঁজে, বেশি বেশি করে কল-কারখানার পরিশ্রমসাধ্য, অমানবিক পরিবেশে শ্রমিক জীবন-যাপনের বিকল্প খুঁজে নেয়। এরাই সস্তার শ্রমিক হয়ে কল-কারখানার মালিকদের স্বার্থকে পুষ্ট করে। কৃষিক্ষেত্রের শোষণ আর কল-কারখানার শোষণ এইভাবে নিজেদের সম্পর্ক বজায় রাখে, যেমন সম্পর্ক হাতের সাথে দস্তানার। যেমন সম্পর্ক চোরের সাথে গাঁট-কাটার।

"পথের পাঁচালির অপু পেটের জ্বালায় ভিটে ছেড়ে শহরে কলে কাজ করতে চলে এসেছিল। শরৎবাবুর গফুর জোলা তার প্রিয় মহেশের মুখে খাবার তুলে দেবার জন্য দু'এক কাহন খড় চাইতে গিয়ে নির্দয় জমিদারের ঘরে চরম লাঞ্ছনার শিকার হয়। মহেশকে ঠিকভাবে সৎকার করতেও পারেনি গফুর, কারণ সে যে জোলা। মেয়ে আমিনার হাত ধরে সেও গাঁ ছেড়েছিল রাতের অন্ধকারে সামতাবেড়ের চটকলের উদ্দেশ্যে।

"এইসব আমাদের রক্ত গরম করে। প্রতিবাদ, প্রতিরোধ গড়ে তুলে অন্যায়-অবিচার-অসাম্য দূর করার জন্য উজ্জীবিত করে। আমরা যদি সমবেত হয়ে এই সামন্ততান্ত্রিক-ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে আঘাত না করতে পারি, তা হলে আমরা কিসের মানুষ?

"আমি ছেলেবেলা থেকে যেটুকু জেনেছি, তারপর কাকাবাবু মজুফ্ফর আহমদের সান্নিধ্যে যা অভিজ্ঞতা হয়েছে সেইসব একত্র করে দেখতে পাই যে কৃষিব্যবস্থার অচলায়তন ভাঙতে হলে চাই জোরদার কৃষক আন্দোলন। তার জন্য মার্কস ও লেনিন কিছু অমূল্য পথের খোঁজ দিয়েছেন। সেই পথে, আমাদের দেশের পরিস্থিতি বিবেচনা করে উপযুক্ত আন্দোলন করতে হবে। শ্রমিক-কৃষক ঐক্য মানুষের অধিকার রক্ষার আন্দোলনকে জোরদার করবেই। এ আমার বিশ্বাস। কাড়া-নাকাড়া- দামামা না বাজালে এই ছারপোকার হাতে, জোঁকের গুষ্টির কানে জল ঢুকবে না। কংগ্রেস দল শোষক শ্রেণির প্রতিনিধি। এদের নির্বাচনে পরাস্ত করতে হবে এদেরই অস্ত্রে এই নির্বাচন ব্যবস্থার সুযোগ গ্রহণ করে। আপনারা আপনাদের কর্তব্যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, আমি জানি, তা না হলে এই বৃষ্টিতে ভিজে এতক্ষণ আমার কথা শুনতেন না। আপনাদের মাঝে আমাকে উপস্থিত হবার সুযোগ দেবার জন্য পুনরায় কৃতজ্ঞতা ও অভিনন্দন জানিয়ে শেষ করি।"

লক্ষ্মীকান্ত চট্টোপাধ্যায়, সেখান থেকে তাঁকে নিয়ে রওনা হলেন পানিহাটি, সেখানে আর একটা জনসভাতে তিনি যাবেন। গেলেন রিক্সা চেপে।

তারপর কেটে গেছে বহুবছর। ১৯৭৪ সালের ২৩ জুলাই, মাত্র ৫৯ বছর বয়সে, এই আজীবন সংগ্রামী, মার্কসবাদী, মানুষের বন্ধু মানুষটি মারণরোগ ক্যানসারের সাথে লড়াইয়ে গৌরবের সাথে পরাজয় বরণ করেন। পশ্চিমবঙ্গে তখন প্রতিদিন খুন-জখম, নারীনির্যাতন, জেল-এলাকাচ্যুতি পুরোদমে চলছে। রোজ স্কুল-কলেজে ভাঙচুর। এককথায় আধা-ফ্যাসিবাদী সন্ত্রাস। সেসব উপেক্ষা করেই জনপথে লক্ষাধিক মানুষের জনজোয়ার তাদের প্রিয় নেতাকে তাঁর শেষযাত্রায় লালসেলাম জানিয়েছিল।

একটু আত্মকথা। ১৯৮০ সালে তাঁর সুযোগ্য সহধর্মিনী শ্রীমতী বিভা কোঙারের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন আমার প্রিয় দাদা নিরুপম সেন। ১৯৮১ সালে তাঁদের সুযোগ্য সন্তান, শিক্ষক, অরিন্দম কোঙারের স্নেহধন্য হই।

মন্টুদার লেখা থেকে হরেকৃষ্ণ কোঙারের জীবনপঞ্জি জানা সম্ভব। ওই বিদগ্ধ মানুষটির, কৃষির স্বরূপ, কৃষকের সমস্যা ও তার প্রতিকারে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে সমাধানের বাস্তব প্রয়োগ প্রভৃতি নিয়ে তাঁর লেখা প্রবন্ধ, এক চিরকালীন চর্চার বস্তু হয়ে লাইব্রেরিতে স্থান পেয়েছে এবং সেই অর্থে তিনি অমর।

দিলীপ দুবে স্মরণে

সলিল ভট্টাচার্য

আমার বহু দিনের প্রিয় বন্ধু কমরেড দিলীপ দুবে চলে গেলেন। গত শনিবার সন্ধ্যাবেলায় আকস্মিকভাবেই দিলীপের হার্ট অ্যাটাকে মৃত্যু ঘটেছে। তাঁর শেষযাত্রায় আমি যেতে পারিনি। তবু তাঁকে নিয়ে আমার অনেক কথা বলার ছিল। এখন সে সব কথা বলে হৃদয়কে ভারাক্রান্ত করতে চাই না। আজ নানারকম দুর্গতির মাঝে দিলীপ ছিল এক অকুতোভয় কমিউনিস্ট কর্মী। অনেক অত্যাচার তাঁকে সইতে হয়েছে। কালনা ও বর্ধমানের ছাত্র-আন্দোলনে অংশ নেওয়ার কালে প্রতিপক্ষ যুযুধান শক্তি তাঁকে খুন করতে চেয়েছিল, পারেনি।

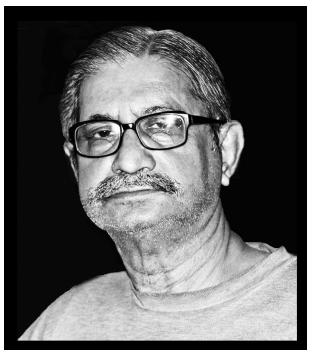

মনে পড়ছে তার স্ত্রী অলকা দুবের কথা। দিলীপের এই সহধর্মিনী অনেক আগেই তাঁকে ছেড়ে চলে গেছেন। তাঁদের একমাত্র পুত্র রাজা এখন দিলীপের আরব্ধ কাজ সম্পন্ন করবে, এই বিশ্বাস আমার আছে। তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে একটি কবিতার মধ্য দিয়ে থামতে চাই।

ইশানের ঝড় ঝাপ্টা উপেক্ষা করে
মৃত্যুভয়কে তুড়ি মেরে এগিয়ে ছিলে তুমি
কর্কটরোগের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে
কখনও থেমে যাওনি। তোমার চোখে স্বপ্ন ছিল
তোমার মনের ভেতরে ছিল দুর্জয় আকাঙ্ক্ষা
যারা তোমার মৃত্যু চেয়েছিল, তারা জানুক
দিলীপ কখনো মৃত্যুভয়ে থেমে যায়নি।
আকাশের উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো তাঁর হৃদয়ের অন্তঃস্থলে
ছিল অমেয় প্রত্যয়।
গোলাপবাগের ঝিলের জলে তাঁকে মৃত্যুর দিকে যারা
ঠেলে দিতে চেয়েছিল, তাদের ইপ্সিত লক্ষ্যকে বরবাদ করে
এক মৃত্যুঞ্জয়ী পথিকের মতো সে কালের যাত্রার ধ্বনি শুনেছিল।
হে বন্ধু, বিদায়
মৃত্যু তো শেষ কথা নয়।
আবার জাগবে তোমার জীবনের সোনালি দিনের প্রতিভাস নিয়ে।
সেদিন আমরা থাকবো না।
কিন্তু মানুষ থাকবে. কারণ মানুষ তো অপরাজেয়।
তোমাকে ভুলতে পারি না। তোমাকে লাল সেলাম।

পেনশনারদের ডেপুটেশন

নিজস্ব সংবাদদাতা, ১৭ আগস্ট : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারি পেনশনার্স সমিতির বর্ধমান জেলা শাখার আহ্বানে বর্ধমান জেলা শাসকের দপ্তরের সামনে পেনশনার ও পারিবারিক পেনশনারদের জরুরি দাবি-দাওয়ার ভিত্তিতে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। ওই সমাবশ দাবিভিত্তিক প্রস্তাব গ্রহণ করে। মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে পূর্ব বর্ধমান জেলা শাসকের মাধ্যমে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। দাবিগুলি হল—অবিলম্বে ষষ্ঠ বেতন কমিশনের সুপারিশ প্রকাশ ও কার্যকর করতে হবে। বকেয়া ৪৯ শতাংশ মহার্ঘ্য রিলিফ প্রদান ও মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী ইন্টারিম রিলিফ বৃদ্ধি করতে হবে। ক্যাশলেস চিকিৎসার আর্থিক সীমা প্রত্যাহার করতে হবে, পেনশনারদের চিকিৎসাব্যয় ফেরত (মেডিকেল রি-ইমবার্সমেন্ট)-এর দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে ইত্যাদি। উপস্থিত ছিলেন উৎপলবরণ বিশ্বাস, বাদল চ্যাটার্জী, তপন ঘোষ, অশোক চ্যাটার্জী (যৌথমঞ্চ), প্রণব আইচ (১২ই জুলাই কমিটি), করালী চ্যাটার্জী (কো অর্ডিনেশন কমিটি) প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

ক্ষতিপূরণের টাকা পেল না

—দ্বিতীয় পাতার পর

কীর্তনীয়া গীতাঞ্জলি প্রকল্প প্রথম কিস্তিতে ৭০ হাজার টাকা করে পেলেও ওদের বাড়ি ঘর নদীর ধার থেকে ১০০ মিটার দূরে রয়েছে। কিন্তু যাদের বসতবাড়ি নদীগর্ভে তলিয়ে গেল তারা পেল না। তামাঘাটা কুণ্ডুপাড়ার ভাগীরথী ভাঙনে বাড়ি-ঘর নদীগর্ভে তলিয়ে গেছে। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলি হল ধর্মদাস সরকার, বলরাম কুণ্ডু, রাজকুমার কীর্তনীয়া, গোপাল অবতার, জগন্নাথ অবতার, ভুবন সরকার, মহেশ্বর সরকার, মনোরঞ্জন সরকার, রবীন্দ্রনাথ সরকার, নিতাই প্রামাণিক, মোহন সরকার, দীনবন্ধু সরকার, সনাতন মণ্ডল। এদের কোনো সুরাহা হয়নি। ইতিমধ্যে মাজিদা গ্রাম পঞ্চায়েতে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের একটি তালিকার আটজনের নামের গীতাঞ্জলি প্রকল্পের ৭০ হাজার টাকা 'প্রথম কিস্তি' হিসাবে দেওয়া হয়েছে। সরকারি প্রকল্পের টাকা পেয়েছে একাকী পরিবারে ভুবানন্দ কীর্তনীয়া, তার দুই ছেলে গণেশ কীর্তনীয়া, কার্তিক কীর্তনীয়া। কালনা মহকুমা সেচ দপ্তরের আধিকারিক সুব্রত মুখোপাধ্যায় জানান পূর্বস্থলী ২নং ব্লকের তামাঘাটা মাঝের পাড়ার ছোট ছোট স্কিমে ভাঙন রোধ করার জন্য ঠিকাদাররা কাজ করছে। ভালো কাজ হয়েছে। শুধু তামাঘাটা নয়, পাটুলি ডাউডাঙ্গা, কুঠুরিয়া, নওপাড়া গ্রামে সেচদপ্তর কাজ করছে। এখন পাথর দিয়ে বাঁশের খাঁচায় কাজ হয় না, সেখানে বালির বস্তা নাইলনের কাজ দিয়ে নদীর পাড় বাঁধানো হয়।

যজ্ঞেশ্বরপুর গ্রামে এমন কাজ হয়েছে, গ্রামবাসীদের প্রশ্ন সেচ দপ্তর কাজ করার পর বর্ষার জলে, নদীর ঢেউয়ে বালির বস্তা ভেসে সেই বালি নদীতে তলিয়ে গেছে। ভাঙন রোধে কোনো কাজ হয়নি। ভাঙনের তীব্রতা বেড়েছে। এখন নদীর তীরবর্তী গ্রামের মানুষের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে। জলের মাত্রা দিন দিন বাড়ছে। তামাঘাটা গ্রামের বাসিন্দা সুজয় পাল, বিপ্লব কুণ্ডু বলেন, কাজ হয়নি তেমন নয়, স্থায়ী কাজ দরকার। তা না হলে মানচিত্র থেকে তামাঘাটা গোটা গ্রামটি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। পূর্বস্থলী ২নং ব্লকের বিডিও সোমনাথ দে বলেন, নদীর পাড়ে মাটি কাটা নিষিদ্ধ, চরে বালি কাটা নিষিদ্ধ, কোন ঠিকাদার কীভাবে মাটি বালি কাটছে খোঁজ নিয়ে দেখবেন। ক্ষতিপূরণ পাওয়া তামাঘাটা গ্রামের বাসিন্দারা জানালেন এখন ভাঙনের আতঙ্কে গ্রামের মানুষ পালা করে রাত জাগছে, পাড় ভাঙনের শব্দে গ্রামের মানুষেরা আতঙ্কে রয়েছে। তাদের দাবি ক্ষতিগ্রস্ত বাসিন্দাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে তাদের ক্ষতিপূরণ দেবার ব্যবস্থা করুক সেচ দপ্তর।

অহল্যা ঘুমে পুরাতত্ত্ব বিভাগ, ঘটছে নানা ঘটনা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১৭ আগস্ট : ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগের কালনা শহরের দপ্তরের ঠিক পিছনেই একটি অধিকৃত মন্দির ঘেঁষে সাত দিন ধরে চলছে বেআইনি নির্মাণ। এই সংবাদ স্থানীয় একটি পত্রিকায় প্রকাশিত হলে হুমকির মুখে পড়েন সংশ্লিষ্ট পত্রিকার সম্পাদক। কিছু মানুষজন প্রতিবাদে সরব হলে গত ১৪ আগস্ট প্রকাশ্য দিনেরবেলায় গুলি চলে। নির্মাণের কাজে যুক্ত একজন নির্মাণ শ্রমিকের গায়েও গুলি লাগে। গুলি চালানো নিয়ে চলে দুপক্ষের চাপানউতর। দুই পক্ষ থেকেই থানায় অভিযোগ জমা পড়ে। এই ঘটনায় কোনো গ্রেপ্তারের খবর না থাকলেও বে-আইনি নির্মাণের খবর পরিবেশক সম্পাদক মনোরঞ্জন সাহাকে থানায় তুলে আনা হয়। বলা হয় গুলি চালানোর ঘটনা নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। খবর পেয়ে কালনা থানায় যান বিভিন্ন মিডিয়ার সাংবাদিকরা, কী ঘটেছে তা নিয়ে খোঁজখবর নেন, ছেড়ে দেওয়ার জন্য সুপারিশও করেন। কিন্তু মনোরঞ্জনবাবুকে সারা রাত থানায় বসিয়ে রাখা হয়। পরদিন সকাল পর্যন্ত তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়নি বলে থানা থেকে জানানো হয়। কালনা মহকুমার সমস্ত সাংবাদিক এই পুলিশি হয়রানির বিরুদ্ধে গর্জে ওঠেন। তাঁরা আদালত চত্বরে জমায়েত হয়ে কালনা মহকুমা শাসককে স্মারকলিপি দেন। মহকুমা শাসক বিষয়টি নিয়ে বিবেচনার আশ্বাস দেন। একইভাবে কালনা মহকুমা পুলিশ অফিসারকেও স্মারকলিপি দেওয়া হয়। আশ্চর্য, কালনা মহকুমা শাসক, কালনা মহকুমা পুলিশ অফিসার থেকে কালনা পৌরসভার পৌরপতি পর্যন্ত জানান, আমরা পুরাতত্ত্ব বিভাগের কোনো অভিযোগ পাইনি।

প্রধান হত্যায় গ্রেপ্তার তৃণমূল নেতা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা : ১৬ আগস্ট : দলীয় প্রধান ও তাঁর সঙ্গী খুনে অভিযুক্ত তৃণমূল নেতাকে কালনা আদালতে তোলা হয়। দীর্ঘ দিন ফেরার থাকা নেতার জামিন নাকচ করে বিচারক জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন। আগামী ৩০ আগস্ট ধৃতকে পুনরায় আদালতে তোলার আদেশ দেন তিনি। সুলতানপুর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান শুকুর আলী সেখ ও তাঁর সঙ্গী বাপন সেখ হত্যাকাণ্ডে গ্রেপ্তার হন শান্তি চাল। তিনি একদিকে যেমন তৃণমূলের হেভিওয়েট নেতা, অপরদিকে পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, বর্ধমান জেলা পরিষদের সদস্যের মতো পঞ্চায়েতি ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন ছিলেন। গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জেরে চলতি বছরের ২৪ মার্চ খুন হন সুলতানপুর গ্রাম পঞায়েত প্রধান সুকুর আলী শেখ ও তাঁর সঙ্গী বাপন সেখ। তৃণমূলের ৩৬ জনের নামে এফ.আই.আর হয়। যার মধ্যে কয়েকজন হেভিওয়েট নেতার নাম ছিল। সেই হেভিওয়েট নেতাদের মধ্যে অন্যতম হলেন শান্তি চাল। গত ২২ জুন আদালতে এই মামলার চার্জসিট জমা পড়ে। আয়ুবনবী শেখ, জিতেন মাফদার, হারান শেখ, মিলন ঘোষদের মতো হেভিওয়েট নেতারা চার্জশিট থেকে বাদ পড়লেও নাম থেকে গিয়েছিল শান্তি চালের। পুলিশের পেশ করা চার্জশিটে ১৯ জনকে গ্রেপ্তার দেখানো হলেও বাকি অভিযুক্তদের ফেরার দেখানো হয়।

এই ফেরারদের মধ্যে ন'জনের নামে লুক আউট নোটি জারি হয়। এমনকি তাদের বাড়ির আসবাবপত্র পর্যন্ত বাজেয়াপ্ত করে পুলিশ। তারপর ঘটনার পর থেকে চার মাস ২১ দিন ফেরার থাকার পর সম্প্রতি গ্রেপ্তার হন শান্তি চাল।

শিক্ষকদের প্রতিবাদ সভা

নিজস্ব সংবাদদাতা, ১৮ আগস্ট : শাসক ও সরকার-বিরোধী কথা বললেই দূর দূরান্তে বদলি। ভোট দেওয়ার অধিকার তো আগেই কেড়ে নিয়েছে শাসক। এখন প্রতিহিংসা বদলি করে শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষক এবং শিক্ষাকর্মীরা এক চরম আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন। এরই প্রতিবাদে পথ নামে এ.বি.টি.এ এবং এ.বি.পি.টি.এ। কার্জনগেটে এক পথসভার মাধ্যমে বক্তারা প্রতিহিংসা বদলি নীতি রোধ করা এস.এস.সি-র মাধ্যমে শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী নিয়োগ এবং দ্রুত পে কমিশন চালু করার পক্ষে বক্তব্য রাখেন এ.বি.টি.এ-র পক্ষে সুদীপ্ত গুপ্ত এবং এ.বি.পি.টি.এ-র পক্ষে অপূর্ব নন্দী। শিক্ষাক্ষেত্রে এক চরম নৈরাজ্যের বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন শশধর মিস্ত্রি।

রক্তদান শিবির

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি ১৪ আগস্ট : স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে সারা বাংলা সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, ১৯তম বর্ষ দীন সমিতির উদ্যোগে রসুলপুর দলুইবাজারে রক্তদান শিবির হয়। উদ্বোধন করেন ভবানী ব্যানার্জী। শিবিরে মোট ৭৫ জন রক্তদান করেন। সারাক্ষণ উপস্থিত থেকে রক্তদাতাদের উৎসাহ দেন সমিতির সম্পাদক আনন্দ ফুলিয়া, দেবী ব্যানার্জী, রাজু মুখার্জী, সন্দীপ দাস প্রমুখ। রক্তদান অনুষ্ঠানে গণআন্দোলনের নেতৃত্ব অংশগ্রহণ করেছিলেন। রক্ত সংগ্রহে সহযোগিতা করে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল।

—প্রথম পাতার পর

প্রশ্ন করো কেন?

দিচ্ছে। বিজ্ঞানচেতনা প্রসারের বদলে ধর্মীয় ভাবাবেগকেই আশ্রয় করছে। মানুষের কথা বলা, ভোট দেওয়ার অধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। তাই এরাজ্যেও দেশের সঙ্গে রাজ্যের বিজ্ঞান মঞ্চ সহ ১৪টি যুক্তিবাদি সংগঠন এদিন রাস্তায় নামবে। তাঁদের আবেদন—আসুন প্রশ্ন করি। প্রশ্ন করার মধ্য দিয়ে প্রকৃত সত্যে উপনীত হই। সাম্প্রদায়িক হিংসার মতবাদকে পরাস্ত করে বৈজ্ঞানিক যুক্তিবোধের মাধ্যমে মানবিক যুক্তিবাদী সাংবিধানিক কর্তব্য ও অধিকার গড়ে তোলার অঙ্গীকার করি। কেন? কেন? —তার উত্তর খোঁজার চেষ্টা করি। সংশয় থেকে সত্যে উপনীত হই।

প্রয়াত সংবাদিক গোবিন্দ দাস

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান ১৭ আগস্ট : 'বর্ধমান শ্রুতি' পত্রিকার সম্পাদক গোবিন্দ দাস (৭০)-এর জীবনাবসান হয়েছে। দীর্ঘদিন অসুস্থ ছিলেন। ১৬ আগস্ট গভীর রাত্রে নিজ বাসভবনে তিনি প্রয়াত হন। গোবিন্দ দাস দীর্ঘ চার দশক ধরে পত্রিকা প্রকাশের পাশাপাশি বিভিন্ন সাংবাদিক সংগঠন ও সমাজকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁর স্ত্রী, পুত্র ও কন্যা বর্তমান। বর্ধমান গঙ্গাকিশোর প্রেস কর্ণারে তাঁর মরদেহ নিয়ে আসা হয়। পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের সভাধিপতি দেবু টুডু, বর্ধমান জেলা প্রেস ক্লাবের সম্পাদক শরদিন্দু ঘোষ, মুক্তবাংলা পত্রিকার পক্ষে প্রবীর চট্টোপাধ্যায়, বেঙ্গল পাক্ষিক পত্রিকা সমিতির পক্ষে বৈদ্যনাথ কোনার, সুখেন্দু বিকাশ নন্দী, সাংবাদিক পার্থ চৌধুরী সহ সাংবাদিকরা শ্রদ্ধা জানান। নির্মল ঝিল শ্মশানে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।

বাড়ি ফেরা হল না সাবিরের

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি, ১৯ আগস্ট : পরবে বাড়ি ফিরছিল সাবিরের বন্ধু ও পরিজনেরা। সেই বন্ধুকে বাড়ি নিয়ে যেতে এসেছিল কিশোর সাবির সেখ মন্তেশ্বরের গাঙ্গুরিয়া গ্রাম থেকে মেমারি স্টেশনে। ট্রেন আসতে বিলম্ব ছিল তাই আরেক বন্ধুর সঙ্গে রেলওভারব্রিজে বসে গল্প করছিল সাবির। অসতর্কতায় রেলিং থেকে হড়কে পড়ে যায় সে নীচে। রড তারে বিঁধে যায় তার শরীর। স্টেশনের মানুষজন তৎক্ষণাৎ নিয়ে যান মেমারি গ্রামীণ হাসপাতালে। প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাকে রেফার করা হয় বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। শেষরক্ষা হয়নি। বর্ধমানে নিয়ে যাওয়ার পথে মৃত্যু হয় সাবির শেখের। গোটা গ্রামে শোকের ছায়া নেমে আসে তার মৃত্যুসংবাদে।

গ্রাহকদের প্রতি

নতুন চিঠির বাৎসরিক গ্রাহকচাঁদা যাঁদের বকেয়া হয়েছে অবিলম্বে পরিশোধ করে পত্রিকার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে অনুরোধ জানাই। গ্রাহক চাঁদা বাৎসরিক ১০০ টাকা। বছরের যে-কোনো সময়েই গ্রাহক হওয়া যায়।

-কর্মাধ্যক্ষ, নতুন চিঠি

ব্যাঙ্ক গ্রাহকদের পথ অবরোধ

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি ১৪ আগস্ট : প্রতারকদের পুলিশ গ্রেফতার করলেও টাকা ফেরত পাবার কোনো আশ্বাস প্রশাসনের কাছ থেকে মিলছে না। তারই প্রতিবাদে এদিন বিকালে মেমারি-তারকেশ্বর রোডের পারিজাতনগরে পথ অবরোধে বসে পড়েন প্রতারিত গ্রাহকরা। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে গ্রাহক পরিষেবা কেন্দ্রের তিনজন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তাদের গ্রেফতার করে মেমারি থানায় নিয়ে আসে পুলিশ। আগুন জ্বালিয়ে পথ অবরোধ করা হয় বিকাল ৫টা থেকে। অবরোধের জেরে রাত সাড়ে ৮টা পর্যন্ত মেমারি-তারকেশ্বর রুটে যান চলাচল থমকে থাকে। গ্রাহকদের দাবি এটি ২৫ লক্ষ টাকা প্রতারণার ঘটনা।

সুপারকে ঘিরে বিক্ষোভ স্বাস্থ্যকর্মীদেব

—প্রথম পাতার পর

পরীক্ষা করা হয়। সংশ্লিষ্ট ডাক্তারবাবু জানান, তার চোখের আঘাত উদ্বেগজনক। অভিজিৎ নন্দী আরো জানান, বিভিন্ন এলাকার দাদাদের দামাল ভাইদের আক্রমণ শুধু আমাদের উপরেই নয়। তাদের আক্রমণের শিকার হয়েছেন ডাক্তারবাবু থেকে নার্সদিদি সহ অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীরা। এদিন বিক্ষোভে সিকিউরিটিদের সাথে ডাক্তার, নার্স সহ অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীরাও সামিল হন। এই কর্মবিরতি ও বিক্ষোভের কর্মসূচির কারণে হাসপাতালের স্বাস্থ্য পরিষেবা বেশ কিছুক্ষণের জন্য ব্যাহত হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে সিকিউরিটির উপর আক্রমণের ঘটনার কালনা শহরের বালিরবাজার থেকে দুইজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতরা হল কোরবান শেখ ও সানোয়ার শেখ।

সেতু উদ্বোধন গ্রামবাসীদের

—প্রথম পাতার পর

জানানো হবে না বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন গ্রামবাসীরা। ৭২তম স্বাধীনতা দিবসে গ্রামে উৎসবের মেজাজে গ্রামবাসীরাই সেতুটির উদ্বোধন করলেন। শুধু তাই নয়, পার্শ্ববর্তী গ্রামবাসীরাদের আমন্ত্রণ জানিয়ে দুই সহস্রাধিক মানুষকে মধ্যাহ্নভোজে আপ্যায়িত করা হয়। এই গ্রামের অধিকাংশ চাষের জমি আছে বাঁকা নদীর দক্ষিণ পাড়ে। তাই চাষ আবাদের জন্য প্রতিদিন বাঁকা নদী পেরোতে হয়। শুধু তাই নয়, এই গ্রামের ছেলে-মেয়েরা নদী পেরিয়ে মেমারির সোঁতলা উচ্চ বিদ্যালয়ে পড়তে যায়। মহকুমা শহর কালনাতে যেতেও এই পথকে বেছে নেন মন্তেশ্বর থানার বিরাট অংশের মানুষ। কারণ সাতগাছিয়া হয়ে ঘুরে কালনা যেতে হলে ২৫ কিমি পথ বেশি অতিক্রম করতে হয়। তাই এখানে একটি পাকা সেতু নির্মাণের দাবি দীর্ঘ দিনের। গ্রামবাসীদের অভিযোগ নেতা-মন্ত্রীদের মিথ্যা আশ্বাস ছাড়া আর কিছুই মেলেনি। তাই এই স্ব-উদ্যোগ।

সংহতি রক্ষার শপথ বামপন্থীদের

—প্রথম পাতার পর

শপথবাক্য পাঠ করান প্রাক্তন বিধায়ক বাসুদেব মেটে।

যুবসংগঠনের উদ্যোগে শুরু হয় একদিনের ফুটবল প্রতিযোগিতা। স্থানীয় আটটি ক্লাব এই খেলায় অংশগ্রহণ করে। বিজয়ী হল গুসকরা একাদশ, বিজিত হয় সত্যনারায়ণ ফুটবল একাদেমি। এই খেলা শুরু হবার আগে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক কৃতী ছাত্রছাত্রীদের যুবসংগঠনের পক্ষ থেকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। ক্রীড়াপ্রেমী শরৎ গড়াই, নারায়ণ গড়াই, অনির্বাণ রায়চৌধুরী, সুব্রত মজুমদার প্রমুখ বিশিষ্টজনেরা উপস্থিত ছিলেন।

৭২তম স্বাধীনতা দিবসে সকাল ১১টায় কুসুমগ্রাম বাজারে বিভিন্ন বামপন্থী গণসংগঠনের উদ্যোগে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করা হয়। শপথ নেওয়া হয়—"ভারত একটি বহু ভাষা, বহু জাতি, বিভিন্ন বর্ণ এবং বহু ধর্মের মিলনভূমি"। এই শপথবাক্য পাঠ করান সিপিআই(এম) মন্তেশ্বর এরিয়া কমিটির সম্পাদক ওসমান গনি সরকার। উপস্থিত ছিলেন চৌধুরী মহঃ হেদায়েতুল্লাহ, মদন রায় প্রমুখ।

১ ডজন প্রশ্নের উত্তর

১) কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। ২) ক্যাপ্টেন রাম সিং ঠাকুরি, 'আজাদহিন্দ ফৌজ'-এর অন্যতম সেনানায়ক। ৩) কবি আল্লাসা মহম্মদ ইকবাল। ১৯০৪ সালের ১৬ আগস্ট। ৪) ১৯৪৭ সালের ২২ জুলাই। গণপরিষদের সদস্যরা। ৫) বি. আর আম্বেদকর, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, সরোজিনী নাইডু, চক্রবর্তী রাজা গোপালাচারী এবং কে এম মুন্সি। ৬) অস্ট্রিয়ার রাজধানী শহর ভিয়েনা। অস্ট্রেলিয়ার রাজধানী শহর মেলবোর্ণ। ৭) ১৬ আগস্ট, ১৯৮০ সালে ইডেনগার্ডেন স্টেডিয়ামে মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল দলের খেলা সময় গোল্ড গোল হয় এবং পায়ের চাপে ১৬ জনের মৃত্যু ঘটে। ৮) ১৯৪৫ সালের ১৮ আগস্ট। তাইওয়ানে (জাপান) বিমান দুর্ঘটনায়। ৯) ১৯৪৭ সালের ১৮ আগস্ট। ১০) সংযুক্ত আরব আমিরসাহিতে। ১৯.৮.২০১৬। ১১) কলকাতার এস এস কে এম হাসপাতালে, বিজ্ঞানী রোনাল্ড রস, ২৮.৮.১৮৯৭। ১২) ১০.১২.১৯০২।

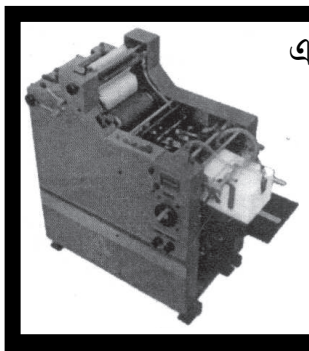

একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজ্‌ড কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ

সাধনা প্রেস

১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান, ফোন : (০৩৪২) ২৬৬৩০৬৫

Mob. 9434333820, 9635726620 (Fazlul), 8942808557 (Madhu) : E-Mail : sadhanapress09@gmail.com

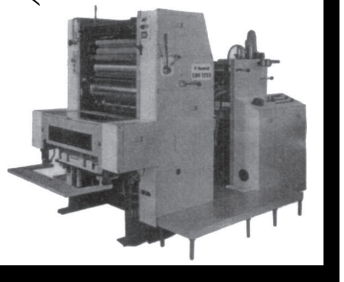

ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক

সম্পাদক : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। স্বত্বাধিকারী : নতুন চিঠি ট্রাস্ট, মুদ্রক ও প্রকাশক অশোক ব্যানার্জী কর্তৃক ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন বর্ধমান-৭১৩১০১ হতে প্রকাশিত ও নতুন চিঠি প্রেস, বর্ধমান হইতে মুদ্রিত। ফোন ও ফ্যাক্স : (০৩৪২)২৬৬৫০৮৩। **Mail : weeklynatunchithi@gmail.com** মুদ্রণ সহযোগিতায় : সাধনা প্রেস, ১১ জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান-৪ ফোন ২৬৬৩০৬৫। মূল্য : ২ টাকা